পাক্ষিক

আহমদী

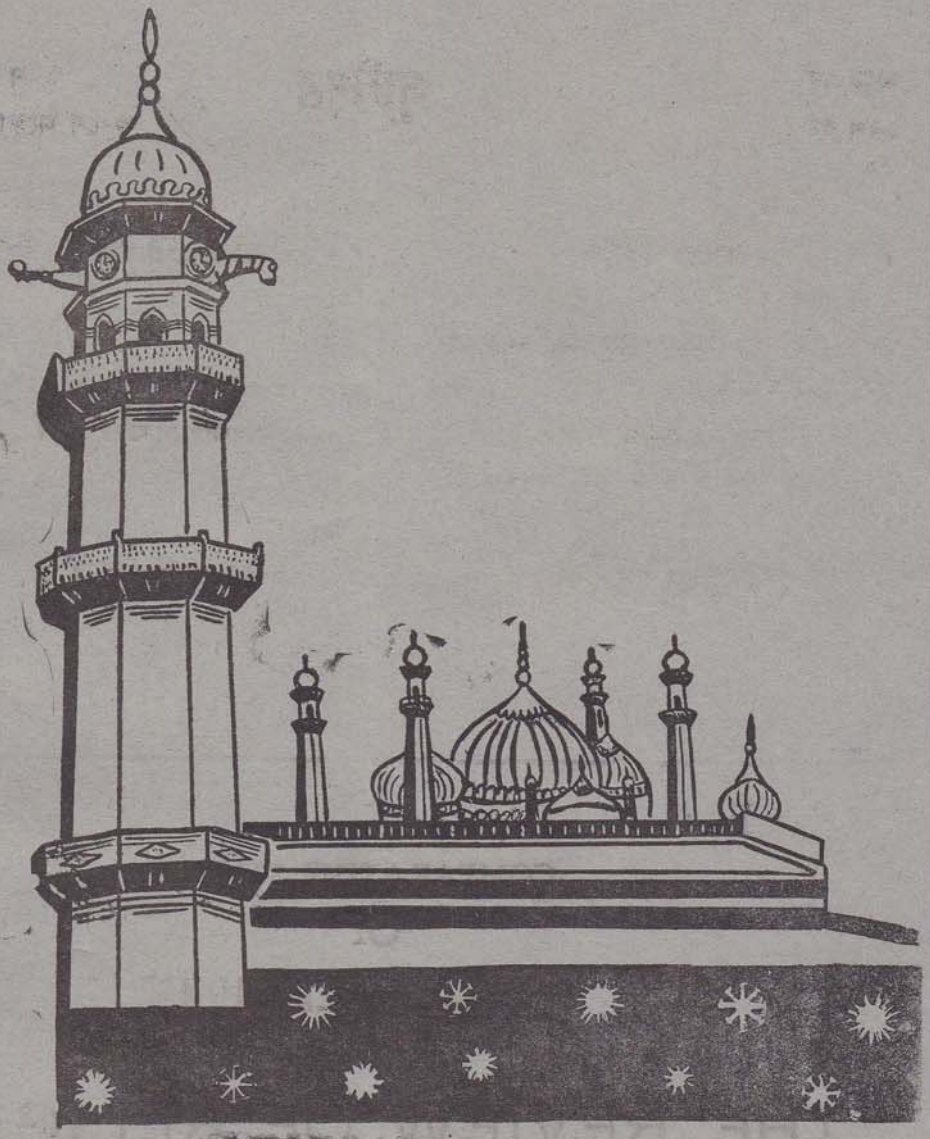

সম্পাদক ঃ—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	১২শ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৮ ঃ	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

১২শ সংখ্যা
৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৮ ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৬৬৯
হাদিস		৬৭১
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী		৬৭২
হায়াতে তাইয়্যেবা	মৌলবী আবদুল কাদির	৬৭৩
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৬৮৪
মৌলবী আলী আকবর (রহঃ) স্মরণে	শহীদুর রহমান	৬৮৬
সংবাদ		৬৮৯
সহজ পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা	আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬৯১

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ৩০শে অক্টোবর : ১৯৬৮ সন : ৩০শে এখা : ১৩৪৭ হিজরী শামসী : ১২শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সুরা হুদ

৬ষ্ঠ রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬২ ॥ এবং ছামুদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই ছালেহকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল; হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনিই তোমাদিগকে ভূমি হইতে উঠাইয়াছেন (এবং প্রাধান্য

দিয়াছেন) এবং উহাতে তোমাদিগকে অধিবাসী করিয়াছেন। অতঃএব তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহার দিকে অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু নিকটে আছেন (এবং প্রার্থনা) মঞ্জুর করিয়া থাকেন।

৬৩ ॥ তাহারা বলিল, হে ছালেহ! ইতিপূর্বে তুমি আমাদের মধ্যে একজন আশার পাত্র ছিলে। এখন কি তুমি আমাদিগকে আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহার উপসনা করিত তাহার উপসনা হইতে বারন করিতেছ? এবং নিশ্চয় তুমি আমাদিগকে যাহার দিকে আহ্বান করিতেছ তাহাতে আমরা অশান্তিজনক সন্দেহে নিপতিত হইয়াছি।

৬৪ ॥ সে বলিল, হে আমার জাতি তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি আমি বাস্তবিকই আমার প্রভুর নিকট হইতে সমাগত উজ্জ্বল প্রমাণের উপর অবস্থিত থাকি এবং তিনি নিজ সমীপ হইতে আমাকে বিশেষ করুণা দান করিয়া থাকেন, তবুও যদি আমি তাহার অবাধ্যতা করি তবে কে আমাকে আল্লার প্রতিপক্ষে সাহায্য করিবে? তখন ত তোমরা আমার ক্ষতি সাধন ব্যতীত অন্য কিছু বৃদ্ধি করিবে না।

৬৫ ॥ হে আমার জাতি! আল্লার (নামে উৎসর্গকৃত) এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য (আমার সত্যতার) এক নিদর্শন, অতঃএব তোমরা ইহাকে আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না নতুবা অচিরেই আযাব আসিয়া তোমাদিগকে ধৃত করিবে।

৬৬ ॥ ইহাতে তাহারা উহার পাগুলি কাটিয়া দিল; অনন্তর সে বলিল, তোমরা তোমাদের ঘরে তিনদিন সুখ সম্ভোগ কর; এই প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হইবে না।

৬৭ ॥ অতঃপর যখন আমাদের শাস্তির আদেশ আসিল, আমরা আমাদের দয়ায় ছালেহকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি দিলাম। নিশ্চয় তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশীল।

৬৮ ॥ যাহারা সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল আযাব আসিয়া তাহাদিগকে ধরিল, ফলে তাহারা তাহাদের ঘরে অধোমুখে পড়িয়া রহিল।

৬৯ ॥ যেন তাহারা উহাতে জীবনযাপন করে নাই। জানিয়া লও নিশ্চয়ই ছামুদ জাতি (সমাগত নবীকে অস্বীকার করিয়া) তাহাদের প্রভুর সহিত কৃতঘ্নতা করিল—জানিয়া রাখ ছামুদ জাতির জন্য তাহাদের প্রভুর নৈকট্যলাভে বঞ্চিত হওয়া নির্ধারিত হইল। (ক্রমশঃ)

॥ হাদীস ॥

[মেশকাত শরীফ হইতে]

মোমেনের উপর বিপদ আপদের কারণ

হযরত আবু ছঈদ খোদরী (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যে মুসলমান বিপদ-আপদ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, দুর্ভাবনা, এমন কি কাটাবিদ্ধ হইয়া কষ্টভোগ করে, আল্লাহ্ তদ্বারা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন।—বোখারী, মোসলেম।

* * * * *

হযরত আনাস (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—পবিত্র ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্ বলিয়াছেন—যখন আমি আমার বান্দাকে দৃষ্টিহীনতা দ্বারা পরীক্ষা করি এবং সে তাহাতে ছবর করিয়া থাকে, আমি তাহার (অর্থাৎ নয়নের) পরিবর্তে বেহেশত দান করি। —বোখারী।

* * * * *

হযরত আনাস (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—বড় বিপদের সহিত বড় পুরস্কার। মহান আল্লাহ্ যখন কোনও সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তাহাদিগকে বিপদ আপদ দেন। যে তাহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহার জন্য দুঃসংবাদ; যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহার সুসংবাদ।

—তিরমিযী, এবনে মাজাহ্।

হযরত জাবের (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে; রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যখন বিপদ-আপদগ্রস্ত লোক বিচারের দিন ছওয়াব পাইবে, তখন সুখীলোকগণ ইচ্ছা করিবে যে, যদি তাহাদের ত্বক দুনিয়াতে কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হইত। —তিরমিযী।

* * * *

হযরত এহইয়া-বিন-ছাইদ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরতের সময় এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অন্য একজন বলিল—তাহার মৃত্যু কি সুখের! সে কোনদিন পীড়িত হয় নাই। তখন রসুল (সাঃ) বলিলেন, তোমার প্রতি আফসোস! তোমাকে কে জানাইবে যে, আল্লাহ্ যদি তাহাকে পীড়া দ্বারা পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তাহাকে তাহার গুণার কাফ্ফারা হইত?

—মালেক।

* * * *

হযরত আয়েশা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যখন কোন বান্দার গুনাহ বেশী হয় এবং তাহার সৎকার্য তাহার কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট হয় না, তখন তাহার কাফ্ফারা করিবার জন্য আল্লাহ্ তাহাকে দুঃখ দেন। —আহমদ।

★

আমি যতদূর আল-ওসিয়ত পুস্তিকা পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, কখনো এক মিনিটের জন্যও আমার এই ধারনার উদয় হয় নাই যে, ইহা দ্বারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর এই উদ্দেশ্য ছিল যে, যে কেহ এই ভূখণ্ডে (বেহেশতী মোকবারায়) সমাহিত হইবে, সে-ই জান্নাতী হইবে। মোসলেহ মওউদ (রাঃ)

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

[আল অসিয়ত হইতে]

তোমাদের জন্য খোদাতায়ালার নৈকট্যলাভের মাঠ জন-শূন্য। সকল জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। যদ্বারা খোদাতায়ালা সন্তুষ্ট হন, তৎপ্রতি জগদ্বাসীর কোন লক্ষ্য নাই। যাঁহারা পূর্ণ উদ্যম সহ এই দ্বারাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের সদ্‌গুণের পরিচয় দিবার এবং খোদার নিকট হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবার ইহাই সুযোগ। কখনও মনে করিবে না যে, খোদা তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। তোমরা খোদার স্বহস্ত-রোপিত এক বীজ বিশেষ, যাহা ভূ-পৃষ্ঠে বপন করা হইয়াছে। খোদা বলেন ঃ

یہ بیج بڑھیگا اور پھولیگا اور ہر ایک
طرف سے اسکی شاخیں نکلیں گی اور ایک
بڑا درخت ہو جایگا ۔

অর্থাৎ, 'এই বীজ বর্ধিত হইবে, পুষ্প প্রদান করিবে, ইহার শাখা প্রশাখা সর্ব-দিকে প্রসারিত হইবে এবং ইহা মহামহীরুহে পরিণত হইবে।' সুতরাং ধন্য তাহারা, যাহারা খোদার বাক্যে ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী কালীন বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ, বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক, যেন খোদাতা'য়ালা তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়েতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি বিপদের সময় পদস্খলিত হইবে, সে খোদার কোনই অনিষ্ট করিবে না, তাহার দুর্ভাগ্য তাহাকে জাহান্নামে উপনীত করিবে। তাহার জন্ম না হইলে, তাহার পক্ষে ভাল ছিল; কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিবে, তাহাদের উপর বিপদের ভূমিকম্প আসিবে, দুর্ঘটনার তুফান বহিবে, জাতিগণ তাহাদের প্রতি হাস্য-বিদ্রূপ করিবে এবং জগৎ তাহাদের প্রতি উপেক্ষামূলক ব্যবহার করিবে। পরিশেষে তাহারা বিজয়লাভ করিবে, এবং আশিসের দ্বার সমূহ তাহাদের জন্য উদ্ঘাটিত হইবে।

★

কেহ যেন এ কথা মনে না করে যে, শুধু এই কবরস্থানে (বেহেশতী মোকবারায়) প্রবিষ্ট হইলেই কোন ব্যক্তি কিরূপে বেহেশতী হইতে পারে? কারণ, এ অর্থ নয় যে, এই ভূমি কাহাকেও বেহেশতী করিয়া দিবে, বরং খোদার বাক্যের মর্ম এই যে, কেবল বেহেশতীগণই ইহাতে সমাহিত হইবেন। মসীহ্ মওউদ (আঃ)।

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মৌলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক— এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

'মিনারাতুল মসিহ্‌র' চাঁদার ইশ্‌তাহার, ২৮শে মে, ১৯০০ সন ঃ

১৯০০ সালের ২৮শে মে হযরত আকদাস রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মসজিদ আকসার পূর্বদিকে এক মিনারা নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন এবং ইহার তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন :

প্রথম :—মুয়াজ্জিন ইহার উপর আরোহণ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য আহ্বান করিবেন, যাহাতে খোদার পবিত্র নামের উচ্চ নিনাদে রাতদিন পাঁচবার তবলীগ হয় এবং সংক্ষেপে বাক্যগুলি দ্বারা আমাদের তরফ হইতে মানুষকে এই আহ্বান জানান হয় যে, যে অক্ষয় অব্যয়, অনাদি অনন্ত খোদা সকল মানুষের পূজ্য ও উপাস্য, শুধু এই খোদার প্রতিই তাঁহার অভিষিক্ত ও পবিত্র রসুল মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম পথ প্রদর্শন করেন। তিনি ছাড়া পৃথিবীতে বা আকাশে অন্য কোন খোদা নাই।

দ্বিতীয় :—দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই মিনারা দ্বারা এই হইবে যে, এই মিনারার দেওয়ালের কোন উচ্চস্থানে একটি বড় লণ্ঠন রাখা হইবে···এই আলো মানুষের চক্ষু আলোকময় করিবার জন্য দূর দুরান্তে প্রসারিত হইবে।

তৃতীয় ঃ—এই মিনারার তৃতীয় উদ্দেশ্য এই হইবে যে, এই মিনারার দেওয়ালের কোন উচ্চস্থানে একটি বড় ঘণ্টা রাখা হইবে, যাহাতে মানুষ সময় চেনার দিকে মনোযোগী হয়।

এই তিন কাজই এই মিনারার দ্বারা জারি করা হইবে। ইহার মধ্যে তিনটি তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।

প্রথম, এই যে ধ্বনি পাঁচ ওয়াক্ত উচ্চ কণ্ঠে লোকদিগকে পৌঁছান হইবে, ইহার মধ্যে এই তত্ত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, এখন বাস্তবিক সময় হইয়াছে, যখন لا اله الا الله محمد رسول الله ধ্বনি প্রত্যেক কানে পৌঁছিবে। অর্থাৎ, এখন সময় বলিতেছে যে, এই অক্ষয় অব্যয় জিন্দা খোদা ব্যতীত, যাঁহার দিকে পবিত্র রসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম পথ প্রদর্শন করেন, অন্য যত খোদা তৈরী করা হইয়াছে, সবই মিথ্যা। মিথ্যা কেন? এজন্য যে. উহাদিগকে যাহারা মানে, তাহারা উহাদিগ হইতে কোন কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। কোন নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়, যে লণ্ঠন এই মিনারার প্রাচীরে লাগান হইবে, উহার মধ্যে এই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে যে, মানুষ যেন বুঝিতে পারে যে, আকাশের জ্যোতির সময় আসিয়াছে এবং পৃথিবী যেমন উহার আবিষ্কার

সমূহের ব্যাপারে অগ্রসর হইয়াছে, আকাশও চাহিতেছে যে, উহার জ্যোতির্মালা খুব উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, যাহাতে প্রকৃত তত্ত্বান্বেষীদের জন্য আবার নূতন দিন আসে এবং দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন প্রত্যেক চক্ষু আকাশীয় জ্যোতির্মালা দর্শন করে এবং এই জ্যোতির দ্বারা ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পায়।

তৃতীয়, যে ঘন্টা এই মিনারার প্রাচীরের কোন স্থানে স্থাপন করা হইবে, তন্মধ্যে এই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে যে, মানুষ তাহাদের সময় চিনিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, যেন বুঝিতে পারে যে, আকাশের দরজা খোলার সময় আসিয়াছে। এখন হইতে পার্থিব জেহাদ বন্ধ হইয়াছে এবং যুদ্ধ সমূহের অবসান হইয়াছে। (১)

মিনারাতুল মসিহ্‌র ভিত্তি স্থাপন, ১৯০৩ সন

'মিনারাতুল্ মসিহ্'র জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ হইল। কিন্তু অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় ইহা নির্মাণে কিছু বিলম্ব হইল। ১৯০৩ খৃঃ সনে হুযুর ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। যখন ইহার দেওয়ালগুলি ভিত্তি স্থান হইতে একটু উচ্চ হইতে লাগিল, তখন বিরুদ্ধচারিগণ উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের নিকট অভিযোগ করিতে লাগিল যে, তাহারা বেপর্দা হইয়া পড়িবে। এজন্য ইহার নির্মাণ বন্ধ হওয়া উচিত। গুরদাসপুরের ডিপুটী কমিশনার বাটালার মহকুমা হাকিমের নিকট তদন্তের ভার অর্পণ করিলেন। মহকুমা হাকিম হযরত সাহেবের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অভিযোগকারীদিগকে ডাকা হইল। কিন্তু হযরত আকদসের সদাশয় ব্যবহারের ফলে এক ব্যক্তিও প্রকাশ্যে বলিতে পারিল না যে, কোন সময় হযরত মীর্যা সাহেব তাহাকে কোন প্রকার কষ্ট দিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মহকুমা হাকিম ইস্‌লামের শত্রুতা বশতঃ বিরুদ্ধতা মূলক রিপোর্ট করিলেন। ইহার প্রতিবাদে পুনরায় লিখা হইল যে, এই মিনারায় শুধু 'আযান' দেওয়া হইবে। ইহা লোকের ভ্রমণের স্থানে পরিণত হইবে না। ইহাতে ডিপুটি কমিশনার নির্মাণের অনুমতি দান করিলেন। কিন্তু হযরত আকদসের বিদ্যমান থাকার সময় কার্য্যতঃ এই কাজটি হইল না। অবশ্য, হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু বেনাস রেহির মুবারক সময়ে কাজটি সমাপ্ত হয়। 'ফাল্-হাম্‌দু-লিল্লাহে আলা যালেকা'।

তরবারি যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা, ৭ই জুন, ১৯০০ সন ঃ

যেহেতু এই জামানায় তরবারি যুদ্ধের সর্তগুলি নাই, এজন্য হযরত আকদস একটি উর্দু কবিতায় রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামার হাদিস অনুযায়ী তরবারি যুদ্ধ 'স্থগিত' করিবার ফাৎওয়া প্রকাশ করেন। এই ফাৎওয়ার কয়েকটি 'শের' নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

اب چھوڑو جہاد کا اے دوستو خیال
دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور جدال
کیوں بھولتے ہو تم یضع الحرب کی خبر
کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر
فرما چکا ہے سید کونین مصطفےٰ
میسیٰ مسیح جنگوں کا کر دیگا التوا

(অর্থাৎ, "বন্ধুগণ, এখন জেহাদের খেয়াল ছাড়। ধর্মের জন্য এখন যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম। তোমরা কেন 'যুদ্ধ বন্ধ করা হইবে' সংবাদ ভুলিতেছ? ইহা কি

(১) 'তবলীগে-রেসালত; নবম খণ্ড, ৩৫-৩৬ পৃঃ। 'ইশ্‌তাহার', ২৮শে মে, ১৯০০ সন।

বুখারীতে নাই? খুলিয়া দেখ তো। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতা অভিষিক্ত মুস্তাফা (সাঃ) বলিয়াছেন, ঈসা মসিহ্ যুদ্ধ বিগ্রহ স্থগিত করিবেন।") ১

অন্যত্র হযরত আক্দস আরো খুলিয়া লিখিয়াছেন :

لا شك أن وجوه الجهاد معدومة في
هذا الزمن وفي هذه البلاد -

অর্থাৎ, "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই জামানায় এবং এই দেশে জেহাদের সর্তগুলি নাই।" ২

হযরত আকদসের এই ফাৎওয়া কেহ কেহ অন্যায়ভাবে উপস্থিত করিয়া বহু চেঁচামেচি করিল যে, জেহাদ চিরকালের জন্য হারাম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই জন্য হুযুর ও হুযুরের অনুবর্তীদের বারম্বার বহু বিস্তারিত প্রত্যুত্তর করিতে হইয়াছে।

পীর মেহের আলী শাহ্ গোলড়বিকে প্রতিযোগিতা মূলে তফ্সীর লিখার আহ্বান, ২০শে জুলাই, ১৯০০ সন ঃ

গোলড়ী রাওলপিণ্ডি হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে এক জন সাজ্জাদা-নশীন পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব গোলড়বী বাস করিতেন। সীমান্তাঞ্চলে এই পীর সাহেবের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি হযরত আকদসের দাবীর বিরুদ্ধে 'শামস্-হেদায়া' নামে একখানি পুস্তক লিখেন। ইহাতে তাঁহার দিক হইতে 'মসিহ্ জীবিত' থাকার পক্ষে এবং 'মসিহের মৃত্যুর বিপক্ষে বহু যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই কেতাব কোন প্রকারে হযরত আকদসের নিকট পৌঁছিল। কেতাবটিতে কোন নূতন প্রমাণ বা যুক্তি প্রদত্ত হয় নাই। ঐ সমস্ত কথাই লিখিত হইয়াছিল যাহার উত্তর হযরত আকদস বহুবার তাঁহার কেতাব সমূহে দিয়াছিলেন। এজন্য হুযুর পীর সাহেবকে একটি সহজ মীমাংসার দিকে আহ্বান করিলেন। তাহা ছিল এই :—

"কোরআন শরীফ হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা খোদা-তায়ালার সত্যনিষ্ঠ বান্দা, তাঁহাদের সহিত তিন প্রকারে খোদা-তায়ালার সাহায্য থাকে।

১। তাঁহাদের মধ্যে একটি প্রভেদ বা বিশেষত্ব থাকে। এই জন্য মুকাবিলার সময় কোন কোন অলৌকিক বিষয় তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়, যাহা প্রতিপক্ষের দ্বারা কখনো প্রকাশিত হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে, وجعل لكم فرقانا আয়েত (অর্থাৎ, 'তোমাদের জন্য বিশেষ প্রভেদকারী চিহ্ন সৃষ্টি করিবেন') ইহার সাক্ষী।

২। তাঁহাদিগকে কোরআনের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদত্ত হয়; অন্যদের তাহা দেওয়া হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে, لا يمسه إلا المطهرون আয়েত (অর্থাৎ, কোরআন করীমের প্রকৃত তত্ব সমূহ পবিত্র ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশিত হয়) ইহার সাক্ষী।

৩। তাঁহাদের দোয়া প্রায়ই কবুল হয়, অন্যদের তেমন হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে, ادعوني أستجب لكم আয়েত (অর্থাৎ, 'দোয়া কর আমি তোমাদের জন্য কবুল করিব') ইহার সাক্ষী।

সুতরাং, ইহাই সমীচীন যে, পাঞ্জাবের প্রধান নগরী লাহোরে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্যের জন্য একটি সভা করিয়া আমার সহিত এই প্রকারে মুবাহাসা করুন যে, 'কুর্আ' নিক্ষেপ স্বরূপে কোরআন শরীফের কোন সুরাহ্ বাহির করুন এবং তন্মধ্যে চল্লিশ আয়াত বা সমগ্র সুরাহ (যদি চল্লিশ আয়েতের অধিক না হয়) নিয়া পক্ষগণ, অর্থাৎ এই অধম ও মেহের আলী শাহ সাহেব প্রথমে

(১) 'ইশ্তাহার', ৭ই জুন, ১৯০০ সন।

(২) 'তোহ্ফা গোলড়বিয়া', ৪৩ পৃঃ।

এই দোয়া করিব, "এলাহী আমাদের দুই জনের মধ্যে যে ব্যক্তি তোমার নিকট সত্যের উপর আছে, তাহাকে তুমি সভায় এই সুরাহ্‌র তত্ত্বাবলী ফসিহ, বলীগ প্রাঞ্জল ও বিষয়োপযোগী আরবীতে ঠিক এই সভাস্থলে লিখিবার জন্য তোমার নিকট হইতে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি দাও এবং তাহাকে পবিত্র আত্মা 'রুহুল্-কুদ্দুস' দ্বারা সাহায্য কর। যে ব্যক্তি আমাদের দুই জনের মধ্যে তোমার সন্তুষ্টির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং তোমার নিকট সত্যবাদী নয়, তাহার নিকট হইতে ইহার সামর্থ্য ছিন্ন কর এবং তাহার ভাষাকে প্রাঞ্জল 'ফসিহ্' আরবী এবং কোরআনের তত্ত্বাবলী বর্ণনা হইতে রোধ কর, যাহাতে লোকে জানিতে পারে যে, তুমি কাহার সঙ্গে আছ এবং কে তোমার ফজল (অনুগ্রহ) ও রুহুল্ কুদ্দুসের সাহায্য হইতে বঞ্চিত।

তারপর, এই দোয়ার পরে পক্ষগণ আরবী ভাষায় উহার তফসীর লিখা আরম্ভ করুন। কোন পক্ষের নিকট কোন কেতাব বা সাহায্যকারী থাকিবে না, ইহা একটি জরুরী শর্ত হইবে যে, উভয় পক্ষই কোন প্রকার শব্দ না করিয়া নির্জনে লিখিবেন, যাহাতে কাহারো ফসিহ্ এবারত (প্রাঞ্জল রচনা) এবং তত্ত্বাবলী শুনিয়া অন্য পক্ষ কোন উদ্ধৃতি চুরি না করিতে পারে। এই তফসীর লিখার জন্য প্রত্যেক পক্ষ সম্পূর্ণ সাত ঘন্টা সময় পাইবেন এবং হাঁটুর সম্মুখে হাঁটু রাখিয়া লিখিবেন, কোন পর্দার আড়ালে নয়...। পক্ষগণের লিখা শেষ হইলে, তাঁহারা উভয়েই তফসীরগুলিতে দস্তখত করিবার পর তিন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে শোনান হইবে। তাঁহাদের উপস্থিতির ব্যবস্থা এবং নির্বাচনের ভার পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেবের উপর থাকিবে। এই তিনজন মৌলবী সাহেবের কর্তব্য হইবে যে, তাঁহারা হলফপূর্বক এই অভিমত প্রকাশ করিবেন যে, এই উভয় তফসীর ও উভয় আরবী এবারতের মধ্যে কোন তফসীর ও এবারত রুহুল কুদ্দুসের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে। এই তিনজন আলেমের কেহই এই অধমের সেল্‌সেলার অন্তর্গত বা পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেবের মুরীদ হইবেন না—ইহাও একটি জরুরী সর্ত। আমি সম্মত আছি পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেবের এই সাক্ষ্যের জন্য মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী, মৌলবী আবদুল জব্বার গযনবী এবং মৌলবী আবদুল্লাহ্, প্রফেসার লাহোরীকে বা অন্য তিনজন মৌলবী নির্বাচন করেন যাঁহারা তাঁহার মুরীদের মধ্যে নহেন। কিন্তু ইহা জরুরী হইবে যে, এই তিনজন মৌলবী সাহেবান হলফ পূর্বক তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিবেন যে, কাহার তফসীর ও আরবী এবারত উচ্চস্থানীয় ও ঐশী সাহায্যে লিখিত।

...সুতরাং, এই প্রকারের মুবাহাসা এবং এই প্রকারের তিনজন মৌলবীর সাক্ষ্য দ্বারা যদি নির্ণীত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব তফসীর ও আরবী লেখায় ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মত এবং আমার দ্বারা এ কাজ হইতে পারে নাই, বা আমার দ্বারা হইলেও তিনি ও আমার প্রতিযোগিতায় তদ্রূপ কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে সমগ্র বিশ্ববাসী সাক্ষী হউন, আমি স্বীকার করিব যে সত্য পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেবের সঙ্গে আছে; এই অবস্থায় আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, এই দাবী সংক্রান্ত আমার যাবতীয় গ্রন্থ ভস্মীভূত করিব এবং নিজেকে লাঞ্ছিত ও পরিত্যাক্ত—'মখ্‌যুল-মরদুদ'—মনে করিব।... কিন্তু যদি আমার খোদা এই মুবাহাসায় আমাকে জয়ী করেন এবং মেহের আলী শাহ্ সাহেবের বাক্‌রুদ্ধ হয় ফসীহ আরবীতেও লিখিতে সমর্থ না হন, এবং তিনি

কোরআনের সুন্নাহ্‌র তত্ত্বাবলীর মধ্যে কিছু লিখিতে না পারেন, যা তিনি এই মুবাহাসা অস্বীকার করেন, তবে ইহাদের প্রত্যেক অবস্থায়ই তাঁহার কর্তব্য হইবে যে, তিনি তাওবা করিয়া আমার নিকট বায়আত গ্রহণ করিবেন এবং এই স্বীকৃতি পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দশ দিনের (১) মধ্যে ইশ্‌তাহার দ্বারা প্রকাশ করা তাঁহার কর্তব্য হইবে।'' (২)

পীর মেহের আলী সাহেবের উত্তর ঃ

পীর মেহের আলী শাহ্‌ সাহেব এই ইশ্‌তাহার পাঠ পূর্বক অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কারণ, তাঁহার এত বিদ্যা ছিল না যে, প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইতেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার হুযুরেও তাঁহার এত 'মকবুলিয়তের' ভরসা ছিল না যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি সম্মুখীন হওয়ার সাহস করিতেন; কিন্তু 'সাজ্জাদা-নশীন', 'কতুব' ও 'অলি' বলিয়া অভিহিত হইতেন। এইজন্য খোলা খোলা অস্বীকারও তাঁহার 'কুৎবিয়ত' ও 'এল্‌মিয়তের' উপর দাগ লাগিত। এই জন্য এরূপ চাল চালিলেন, যাহাতে সম্মুখীন হওয়ার সীমায় পৌঁছিতে না হয় এবং কাজও চলে। সেই চাল ছিল এই ঃ তিনি হযরত আকদাসের খেদমতে লিখিলেন যে, তিনি সর্তগুলি মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু কোরআন ও হাদিসের দিক হইতে হযরত আকদসের আকায়েদ ধর্মমত সম্বন্ধে প্রথমে বাহাস করিতে হইবে।

অতঃপর, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী এবং তাঁহার সঙ্গে আরো দুইজন মৌলবী যদি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, হযরত আকদাস এই বাহাসে সত্যের উপর নহেন, তবে তাঁহাকে পীর সাহেবের 'বায়আত' গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার পর তফসীর লিখার প্রতিযোগিতাও করা হইবে। ৩

প্রকাশ থাকে যে, তফসীর লেখার প্রতিযোগীতা হইতে পৃষ্ট-প্রদর্শনের ইহা একটী পন্থা ছিল, যাহা পীর সাহেব তাঁহার মুরীদগণের বুদ্ধির উপর পর্দা দেওয়ার জন্য আবিষ্কার করিলেন। নতুব', সকলেই বুঝিতে পারে যে, 'আকায়েদ' সম্বন্ধে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব এবং তাঁহার সাথী মৌলবীগণকে হযরত আকদাস বিচারক মান্য করার অর্থ কি? তাঁহারা আকায়েদ সম্বন্ধে তাঁহার উপর কুফরের ফাৎওয়া দিয়া তাঁহাদের ফয়সালা ইতিপূর্বেই করিয়াছেন। এখন তাঁহারা তাঁহাদের মীমাংসার বিরুদ্ধে কোন কথা কিরূপে বলিতে পারেন। কিন্তু তফসীর লিখায় প্রতিযোগিতা একটি সম্পূর্ণ অন্য প্রকার অবস্থা। তাঁহারা তো তাঁহাদের ভ্রান্ত আকায়েদগুলি সম্বন্ধে, যাহা তাঁহাদের নিকট যথার্থ ছিল, অধিধাক্রমে হলফ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুইটি তফসীরের মধ্যে যে তফ্‌সীরটি প্রবল, উহার জয় গোপন এবং বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিলে তাহা অন্য বিজ্ঞ লোকগণের দৃষ্টিতে তাঁহাদের জ্ঞানরহস্য উদ্‌ঘাটন করিত। এজন্য তাঁহারা তফসীর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিতে পারিতেন না। এতদ্ব্যতীত, পীর সাহেব ইহাও জানিতেন যে, হযরত আকদাস তাঁহার কেতাব 'আঞ্জামে আথমে' এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি সমসাময়িক উলামাগণের সহিত বাহাস করিবেন না। অতএব, তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা কিরূপে ভঙ্গ করিতেন?

তারপর, পীর সাহেবের কথা কত অযৌক্তিক! আকায়েদ নিয়া বাহাস হওয়ার পর বিরুদ্ধবাদী মৌলবী-

---

(১) পরে হুযুর এই সময় বৃদ্ধি করিয়া 'একমাস' করেন। দেখুন, যামিমা ইশ্‌তাহার দাওতে পীর মেহের আলী শাহ্‌ গোলড়বী। ('তবলীগে রেসালত', নবম খণ্ড)।

(২) 'ইশ্‌তাহার, ২০শে জুলাই, ১৯০০ সন।

(৩) 'ইশ্‌তাহার; ২৫শে আগষ্ট, ১৯০০ সন, 'তবলীগে রেসালত', দশম খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ।

গণের মীমাংসা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মীমাংসা হযরত আকদসের বিরুদ্ধে গমন করিলে তিনি তাওবা করিয়া তো পীর সাহেবের মুরীদ হইবেন এবং ইহার পরে তফসীর লিখার মুকাবিলা করিতে হইবে! ভাল, তদবস্থায় বিরুদ্ধবাদী উলামাগণ হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশের পর যখন তাঁহার সমস্ত কেতাব দগ্ধীভূত করা হইবে, এবং বায়আতও গ্রহণ করিতে হইবে, তখন কোন ব্যক্তি মুরীদ হইয়া তাহার পীরের সহিত বাহাস করিতে পারে কি? পীর সাহেব তো ভাবিয়াছেন, তিনি তফসীর লিখার প্রতিযোগিতা হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটি উত্তম ফন্দি করিয়াছেন কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তাঁহার এই, 'প্রস্তাব' 'সম্বন্ধে যতই দুঃখ প্রকাশ করেন, অল্প।

পীর সাহেবের আরো একটি চালাকী :

পীর সাহেব যখন দেখিলেন যে, তফসীর লেখার প্রতিযোগিতা তো সম্ভবপর নয় এবং নিজের মুরীদের মধ্যে, বিশেষতঃ সীমান্তের মুরীদগণের মধ্যে খ্যাতি ও মান সম্মান বজায় রাখাও অত্যাবশ্যক, এজন্য লাহোরে এই পরামর্শ করাইলেন যে, তিনি মীর্যা সাহেবের সমস্ত সর্ত অনুমোদন করিতেছেন এবং তিনি তাঁহার সহিত 'মৌখিক' বাহাস করিবার জন্য লাহোর আসিতেছেন। অথচ হযরত আকদস চারি বৎসর পূর্বে 'আঞ্জামে-আথমে' মৌখিক বাহাস বৃথা মনে করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এখন আর মৌখিক বাহাস করিবেন না। কিন্তু পীর সাহেবের তো সস্তায় খ্যাতি অর্জনের প্রয়োজন ছিল। তাঁহার মুরীদগণ লাহোরের রাস্তায় রাস্তায় পীর সাহেব আসিতেছেন বলিয়া খুব ঢাক বাজাইল। হযরত আকদাস এবং তাঁহার জমাআতের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টিকারক চীৎকারাদি করিল। জনসাধারণকে আহ্‌মদীগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল। যদি পীর সাহেব এবং তাঁহার মুরিদগণের হৃদয়ে খোদা-তায়ালার একটুও ভয় থাকিত, তবে তাঁহারা কখনো এরূপ মিথ্যা প্রচারণা করিতেন না যে, হযরত আকদস মৌখিক বাহাস করা স্বীকার করিয়াছেন। হযরত আকদস তো পীর সাহেবকে তফসীর লেখার প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মুরীদ ইহার সম্বন্ধে কিছুই বলিতেন না।

পীর সাহেবের লাহোর গমন, ২৪শে আগষ্ট, ১৯০০ সন ঃ

পীর সাহেব ভালমত জানিতেন যে, হযরত আকদস তাঁহাকে তফসীর লিখার প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও ভালরূপে জানিতেন যে, তিনি তফসীর লিখার প্রতিযোগিতার কথা ছাড়িয়া নিজ হইতে হযরত আকদসের প্রতি আকায়েদ সম্বন্ধে বাহাসের স্বীকৃতি চাপাইয়া ঘটনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন এবং হযরত আকদস উপরোল্লিখিত কারণে আকায়েদ সম্বন্ধে বাহাস মঞ্জুর করিবেন না এবং প্রতযোগিতামূলক তফসীর লিখার পরিবর্তে আকায়েদ সম্বন্ধে বাহাসের জন্য যাহা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন লাহোর কখনো আসিবেন না। এই জন্য তিনি তাঁহার মুরীদগণের এক ফৌজ নিয়া ২৪শে আগষ্ট, ১৯০০ সন লাহোর গমন করেন এবং আকায়েদ সম্বন্ধে বাহাস করিবার জন্য হযরত আক্‌দসকে আহ্বান করিতে থাকেন। অথচ হযরত আকদস তো তফসীর লিখার প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন এবং মৌখিক বাহাসের কোন কথাই ছিল না। লাহোরের আহ্‌মদী বন্ধুগণ যখন দেখিলেন যে, ইহারা ভ্রান্ত ও মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা জন সাধারণকে প্রতারণা মূলে উত্তেজিত করিতেছে, তখন তাঁহারাও ২৬শে আগষ্ট, ১৯০০ সন প্রকৃত বিষয় প্রকাশার্থে একটি ইশতাহার প্রচার করিলেন। উহাতে লিখিত হইয়াছিল :

"পীর সাহেব হযরত মীর্যা সাহেবের প্রতিযোগিতার আহ্বান ও উহার সর্তাবলী মঞ্জুর করিয়া থাকিলে স্বয়ং পীর সাহেব হইতে (তাঁহার মুরীদগণ —গ্রন্থকার) পরিষ্কার ভাষায় কেন এই ইশতাহার দেওয়া হইতেছে না যে, তিনি হযরত মীর্যা সাহেবের ইশ্তাহার মুতাবেক কোন হ্রাস-বৃদ্ধি না করিয়া কোরআনের তফসীর লিখার প্রতিযোগিতা মঞ্জুর করিতেছেন?"

পীর সাহেবের নামে পত্র ঃ

যখন পীর সাহেব এবং তাঁহার মুরীদগণ এই ইশ্তাহারেরও কোনই উত্তর করিলেন না, তখন পরদিন ২৫শে আগষ্ট, ১৯০০ সন হযরত হাকিম ফযল এলাহী সাহেব এবং হযরত মিঞা মেরাজ উদ্দীন সাহেব উমর পীর সাহেবকে একটি পত্র লিখিলেন। উহার সারমর্ম ছিল, পীর সাহেব পরিষ্কার ভাষায়, খোলা কথায় লিখুন যে, হযরত আকদস মীর্যা সাহেব ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ সনের ইশ্তাহারে তফসীর লিখার প্রতিযোগিতার জন্য যে, চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন, তিনি সেই মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত আছেন। পত্র লেখকগণ তাঁহাকে সহস্রবার আল্লাহ্র দিব্য দিয়া যথোচিত সম্মানপূর্বক নিবেদন করিতেছেন যে, পীর সাহেব সেই চ্যালেঞ্জ মুতাবেক যাহা হযরত আকদস তাঁহাকে প্রতিযোগিতা মূলক তফ্সীর লিখার জন্য তাঁহাকে দিয়াছেন—হযরত আকদসের মুকাবিলা করুন, যাহাতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসার একটা খোলা পথের সৃষ্টি হয়। যদি পীর সাহেব ইহাতে দ্বিধা করেন এবং তফসীর লেখার প্রতিযোগিতা ছাড়িয়া এ দিকের সে দিকের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়া ব্যস্ত হন, বা পত্রোত্তর না দেন, তবে ইহাই প্রকাশ পাইবে যে, পীর সাহেবের উদ্দেশ্য মিথ্যার প্রতিকার এবং সত্যের উদ্ধার নয়, বরং তিনি আল্লাহ্তা'লার মখলুককে ধোকা দেওয়া এবং সত্যের খুন করা মাত্র চাহিতেছেন।

পীর সাহেব নিরুত্তর ঃ

মিঞা আবদুর রহীম সাহেব নামে একজন গয়ের-আহ্মদী বন্ধু যিনি বাজার দারোগা ছিলেন এই পত্র নিয়া পীর সাহেবের নিকট পৌঁছেন। 'বোহরের ওয়াক্ত' ছিল। পীর সাহেব বলিলেন 'আসরের' পর জবাব দিব। দারোগা সাহেব 'আসরের' পর গেলেন। তখন পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই দেওয়া হইল না। জমাআতের বন্ধুগণ ২৬শে আগষ্ট, ১৯০০ সন একটি রেজেষ্টারী পত্র পীর সাহেবের খেদমতে এই বিষয়েই প্রেরণ করেন। কিন্তু পীর সাহেব উহা গ্রহণই করিলেন না। ইহাতে জামাআতের পক্ষ হইতে ২৭শে আগষ্ট একটি ইশ্তাহার প্রকাশিত হইল। উহাতে বলা হইল যে, পীর সাহেব এখন পর্যন্ত হযরত মীর্যা সাহেবের সর্তাবলী মঞ্জুর করেন নাই—হযরত মীর্যা সাহেবকে তিনি কোন তারও দেন নাই, তাঁহার অনুমোদন জ্ঞাপক কোন ইশ্তাহারও তাঁহার নিকট পাঠান নাই। এই যাহা কিছু প্রচার করা হইতেছে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও নির্জলা মিথ্যা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পীর সাহেব এই ইশতাহারেরও কোন উত্তর দেন নাই। ইতিমধ্যে, হযরত আকদসের ২৫শে আগষ্ট, ১৯০০ সনের ইশ্তাহারও লাহোর পৌঁছিল। তাহা তৎক্ষণাৎ প্রচার করা হইল। কিন্তু ইহাতেও পীর সাহেব তফসীর লেখার প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হন নাই। কিন্তু তাঁহার মুরীদগণ উত্তেজনার বিস্তার এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ভ্রান্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখিল।

পীর সাহেবের প্রতি শেষ ইৎমামে হুজ্জত

হযরত আকদস শেষ পূর্ণাঙ্গীন প্রতিযোগিতার যুক্তি স্বরূপে ২৬শে আগষ্ট, ১৯০০ সন আরো একটি

ইশ্‌তাহার প্রকাশ করেন। ইহাতে লিখিত হইল যে, প্রথমে পীর সাহেবকে তো তফসীর লিখার প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু যদি তিনি ইহা লিখায় সাহস না করেন, তবে হযরত আকদস তাঁহাকে ইৎমামে হুজ্জত স্বরূপে মিমাংসার আরো একটি পন্থার দিকে আহ্বান করিতেছেন এবং তাহা এই :—

"আমাকে অনুমতি দেওয়া হউক যে, প্রকাশ্য জনতায়.....আমি তিন ঘণ্টা পর্যন্ত আমার দাবী ও উহার দলীল জনসাধারণের নিকট বর্ণনা করিব। পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেবের প্রতি কোন সম্বোধন করা হইবে না। আমার বক্তৃতা শেষ হইলে পর মেহের আলী শাহ্ সাহেব দাঁড়াইয়া তিনিও তিন ঘণ্টা জন-সাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা প্রমাণিত করিবেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোরআন ও হাদিস হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, মসিহ্ আকাশ হইতে আসিবেন। অতঃপর, শ্রোতাগণ কাহার বক্তৃতা উত্তম নিজেরাই তুলনা ও বিচার করিবেন।"

পীর সাহেবের গোলড়ায় প্রত্যাগমণ :

পীর গোলড়বী সাহেব সম্বন্ধে প্রচারিত হইয়াছিল যে, তিনি শুক্রবার পর্যন্ত লাহোরে থাকিবেন। এজন্য লাহোরের শিক্ষিত সমাজ বারম্বার অনুরোধ করিলেন যে, হযরত পীর সাহেব শাহী মসজিদে জুমা পাঠ করিবেন এবং সেখানে সর্ব-সাধারণের মধ্যে বক্তৃতা করিবেন। যখন এই অনুরোধ চরমে পৌঁছিল, তখন পীর সাহেব—তিনি তাঁহার যোগ্যতা ভালরূপে জানিতেন—অবশেষে ইহাতেই তাঁহার মঙ্গল বিবেচনা করিলেন যে, জুমার একদিন পূর্বেই গোলড়ের দিকে রওয়ানা হইলেন। প্রকৃত কথা, সাধারণ লোকের নিকট তো তিনি বক্তৃতা করিতে পারিতেন কিন্তু শিক্ষিত ও সম্মানিত সমাজের মধ্যে বক্তৃতার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক দিন পূর্বে প্রস্থান করায় হযরত আকদসের ইশ্‌তাহারও লাহোরে তাঁহার খেদমতে পেশ করা যায় নাই। অগত্যা ইশ্‌তাহারের তিন কপি রেজেষ্টারী ডাকযোগে তাঁহাকে গোলড়া প্রেরণ করা হইল এবং সঙ্গে ইহাও লিখা হইল যে, তিনি এই প্রকার প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য লাহোর আগমণ করিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া এবং তাঁহার দুইজন খাদেমের জন্য মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া পেশ করা হইবে। কিন্তু তিনি জবাবই দেন নাই এবং জনসাধারণের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা ও উত্তেজনার বিস্তার করিয়াছিলেন, উহাতেই গৌরবানুভব পূর্বক সন্তুষ্ট রহিলেন।

'এজাযুল-মসিহ্' প্রণয়ন :

হযরত পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব গোলড়বী তফ্‌সীর লেখার প্রতিযোগিতার জন্য কোন ক্রমেই প্রস্তুত হইলেন না, তখন হযরত আকদাস তাঁহার উপর সাম্পূনিক প্রতিযোগিতামূলক যুক্তির প্রাবল্য দ্বারা 'ইৎমামে হুজ্জতের জন্য অন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাহা ছিল এই :

"আজ আমার হৃদয়ে একটি প্রস্তাব আল্লাহ্-তায়ালার তরফ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাকে আমি ইৎমামে হুজ্জতের জন্য উপস্থিত করিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পীর মেহের আলী সাহেবের প্রকৃত স্বরূপ ইহার দ্বারা উন্মুক্ত হইবে। কারণ; সমগ্র বিশ্ব অন্ধ নয়। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহারাও আছেন, যাঁহাদের মধ্যে ইন্‌সাফ, ন্যায় বিচার আছে। সেই ব্যবস্থাটি হইল আজ আমি যে সকল উপর্য্যুপরি ইশ তাহার পীর মেহের আলী সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইতেছে, এই জবাব দিতেছি যে, যদি পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব বাস্তবিকই কোরআনের তত্ত্বাবলীর জ্ঞান, আরবী সাহিত্য, 'ফসাহত' ও 'বলাগতে' যুগবর্তী সকলের হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চিতই

এখন পর্য্যন্ত ঐ সকল শক্তি তাঁহার মধ্যে অক্ষুণ্ণ আছে। কারণ, লাহোর আগমণের পর অধিক দিন যায় নাই। সুতরাং, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, আমি এখানেই স্বস্থানে 'সুরাহ্ ফাতেহার' আরবী ফসিহ্ তফসীর লিখিয়া তদ্বারা আমার দাবী সপ্রমাণ করিব এবং তৎ-সম্বন্ধে প্রশংসিত সুরাহর তত্ত্বাবলী ও তথ্য সমূহ বর্ণনা করিব। হযরত পীর সাহেব আমার বিরুদ্ধে আকাশ হইতে মসিহ্ এবং খুনি মাহ্দী আসার প্রমাণ ইহা দ্বারাই প্রমাণিত করিবেন এবং যে ভাবেই চান সুরাহ্ ফাতেহা হইতে অবরোহণ ক্রমে আমার বিরুদ্ধে ফসিহ, বলীগ আরবীতে অকাট্য প্রমাণ এবং উজ্জ্বল তত্ত্বাবলী লিখিবেন। এই উভয় কেতাব ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০০ সন হইতে ৭০ দিনের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে হইবে। তখন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনাপনি তুলনা ও বিচার করিতে পারিবেন। যদি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের তিনজন সাহিত্যিক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি হলক পূর্বক বলেন যে, পীর সাহেবের কেতাব—কি ফসাহত ও বলাগতের দিক হইতে কি কোরআনের তত্ত্বাবলীর দিক হইতে শ্রেষ্ঠ তবে আমি শরীয়তানুমোদিত সত্যিকার অঙ্গীকার করিতেছি যে, নগদ পাঁচ শত টাকা অবিলম্বে পীর সাহেবর নজরে পেশ করিব। তদবস্থায়, সেই ভ্রান্তিরও প্রতিকার হইবে, যাহা পীর সাহেবের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ প্রত্যহ বলাবলি করিয়া রোদন করেন যে, অযথা পীর সাহেবকে লাহোরে যাওয়ার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে।" ১

এই ইশ্তাহারেই পরে হযরত আকদাস লিখিয়াছেন : "আমি তাঁহাকে অনুমতি দিতেছি যে, তিনি নিঃসন্দেহে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী, মৌলবী আবদুল জব্বার গযনবী, এবং মৌলবী মুহাম্মদ হাসান ভীন প্রভৃতিকে ডাকিয়া নেন। বরং ইহাও তাঁহার অধিকার আছে যে, কিছু লালসা দিয়া দুই চারি জন আরব সাহিত্যিককেও ডাকিয়া নেন। পক্ষগণের তফসীর চারি জুযের কম হইবে না। যদি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে অর্থাৎ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০০ সন হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯০১ সন পর্য্যন্ত ৭০ দিনের মধ্যে পক্ষগণের মধ্যে কোন পক্ষ সুরাহ্ ফাতেহার তফসীর ছাপিয়া বাহির না করে, এবং এই দিন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবে তাহাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিতে হইবে এবং তাহার মিথ্যাবাদী হওয়ার অন্য কোন প্রমাণের অবশ্যক থাকিবে না।

'এজাযুল্ মসিহ্' প্রকাশ,
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ সন ঃ

এই ইশ্তাহার অনুযায়ী হযরত আকদস নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ সন তাঁহার মশহুর কেতাবে 'এজাযুল্-মসিহ্' প্রকাশ করেন। ইহাতে 'সুরাহ্ ফাতেহার' এমন তাত্ত্বিক তফসীর লিখিত হইল যে, বড় বড় আলেম ইহা পাঠপূর্বক তন্ময় হইয়া থাকেন এবং অবাক্ হন। এই কেতাব পাঠক জানেন যে, নিশ্চয়ই এই কেতাব ঐশী সাহায্যে লিখিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের কথা, এই কেতাবের টাইটেল পেজে হযরত আক্দস নির্দ্দিষ্ট পূর্বক লিখিয়াছিলেন :

فانه كتاب ليس له جواب فمن قام للجواب وتنمر فسوف يرى انه تندم وتذ مر

অর্থাৎ, "ইহা একটি এমন কেতাব যে, কেহই ইহার জবাব লিখিতে সমর্থ হইবে না এবং যে ব্যক্তিই ইহার প্রতিবাদ লিখিবার জন্য সংকল্প করিবে এবং প্রস্তুতি আরম্ভ করিবে, সে অতিশয় অনুতপ্ত ও লাঞ্ছিত হইবে।"

(১) ইশ্তাহার', ১৫ই ডিসেম্বর ১৯০০ সন হইতে উদ্ধৃত।

এই কেতাবের ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার একটি দোয়া লিখিত আছে :

"আমি আল্লাহ্-তা'লার নিকট দোয়া করিলাম, যেন এই কেতাবকে উলামাগণের জন্য 'মুজেযা' করা হয়। যেন কোন সাহিত্যিক ('আদীব') ইহার সমকক্ষ পুস্তক লিখিতে না পারেন এবং কাহারো ইহার রচনার সামর্থ্যই লাভ না হয়। আমার দোয়া সেই রাত্রিই খোদা-তা'লার জনাবে গৃহীত হইল। আমি একটি সুসংবাদ জনক স্বপ্ন দেখিলাম এবং আমার প্রভু, স্রষ্টা ও পালনকর্তা আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন ঃ

منعه ما نع من السماء

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দিতা করিতে আসিবে, তাহাকে স্বর্গীয় বাধা সমূহের দ্বারা রোধ করা হইবে। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা একথার দিকে সঙ্কেতও করিতেছে যে, শত্রুগণ ইহার অনুরূপ পুস্তক রচনা করিতে পারিবে না। ইহার ন্যায় বলাগত, ফসাহত, বা তত্ত্ব ও তথ্য সমূহের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতে পারিবে না। এই সুসংবাদ আমি 'রমযানের' শেষ দশ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। (১)

এই কেতাব প্রকাশিত হওয়ার পর পীর মেহের আলী শাহ্ সাহেব তো কেতাবের কয়েকটি বাক্য নিয়া এই অভিযোগ করিলেন যে, 'এগুলি মকামাতে হারিরী" হইতে চুরি করা হইয়াছে। কিন্তু নিজে আদৌ কোন কেতাবই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। অবশ্য তাঁহার একজন মুরীদ মৌলবী মুহাম্মদ হাসান সাহেব, সাকিন ভীন, জিলা ঝিলম 'এজাযুল্-মসিহ্র' প্রত্যুত্তর লিখা আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি 'এজাযুল-মসিহ্র টাইটেল পেজের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইহার তফসীরের প্রতিবাদ স্বরূপ কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র অগ্রসর হওয়ায় পৃথিবী হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করেন।

তিনি হযরত 'আকদাসের কেতাব' এজাযুল্ মসিহ্'র প্রত্যুত্তর লিখিবার জন্য 'এজাযুল্-মসিহ্' এবং হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ আহ্সান সাহেব আমরোহী প্রণীত 'শম্সে-বালেগা'র মার্জিনে নোট লিখিয়াছিলেন এবং হযরত আকদাসের লিখিত কোন কোন সত্যের অপলাপের জন্য তিনি লিখিলেন। "লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন" (মিথ্যাবাদীগণের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ')। কিন্তু এই অভিশাপ প্রেরণের পর এক সপ্তাহও যায় নাই, তিনি নিজেই এই লানতী মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হইলেন। (২)

পীর মেহের আলী সাহেব তাঁহার মুরীদ কর্তৃক 'এজাযুল-মসিহ্'র প্রত্যুত্তর লিখা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহার কোন মুরীদের দ্বারা উপরোক্ত দুইখানি কেতাব যাহাদের পার্শ্বে নোট লিখিত হইয়াছিল, আনয়ন করেন এবং ঐগুলিকে একত্রিত করিয়া 'সায়কে-চিস্তিয়ায়ী' নামক একটি কেতাব প্রকাশ করেন। কিন্তু পরলোকগত মৌলবী মুহম্মদ হাসানের কথা তাঁহার কেতাবের কোথাও উল্লেখ করেন নাই। পীর সাহেব এই কেতাব হযরত আকদাসের নিকট রেজেষ্টেরী ডাকযোগে প্রেরণ করেন। হযরত আকদাস ইহার সমালোচনায় বলেন :

"এই কেতাব আমি ১লা জুলাই, ১৯০২ সনে ডাকযোগে প্রাপ্ত হই। পীর মেহের আলী শাহ্ গোলড়বী সম্ভবতঃ ইহা এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি খবর করেন যে, তিনি আমার কেতাব 'এজাযুল্-মসিহ্' এবং 'শামসুল্-বালেগার'ও জবাব লিখিয়াছেন। এই কেতাব পৌঁছিবার পূর্বেই আমি সংবাদ পাই যে, 'এজাযুল্-মসিহ্র' মুকাবিলায় তিনি একটি কেতাব লিখিতেছেন।...কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার এই ধারণা সত্য হয় নাই। যখন আমি তাঁহার

(১) 'এজাযুল্-মসিহ্', ৬৬-৬৭ পৃঃ আরবী হইতে অনূদিত। (২) 'নযুলুল্-মসিহ্', ১৯৪ পৃঃ।

কেতাব 'সায়কে-চিস্তিয়ায়ী' প্রাপ্ত হইলাম, তখন কেতাবটি হাতে নিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, এখন আমি তাঁহার আরবী তফসীর দেখিব এবং ইহার মুকাবিলায় আমার তফসীরের মূল্য লোকের নিকট আরো উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু যখন কেতাবটি দেখা হইল এবং উহা উর্দুতে লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রাপ্ত হইলাম এবং তফ্সীরের নাম-নিশানও ছিল না, তখন তো অজ্ঞাতসারে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কান্না আসিল।" ১

'এজাযুল্-মসিহ্' সম্বন্ধে পীর সাহেবের ছিদ্রান্বেষণ :

পীর সাহেব হযরত আকদাসের প্রতিযোগিতায় ফসিহ, বলিগ আরবীতে 'সুরাহ্ ফাতেহার তফসীর লিখার পরিবর্তে এই প্রকার অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, এই কেতাবের অমুক অমুক বাক্য-'মকামাতে হারিরী' হইতে চুরি করিয়া লিখিত হইয়াছে এবং হযরত আকদাসের এলহাম সমূহ "আসগাসে এহ্লাম ও হাদিস্থন্-নাফস". তথা 'বিক্ষিপ্ত কল্পনা'ও 'মনের উক্তি' মাত্র। হযরত আকদাস তাঁহার কেতাব 'নযুলুল্ মসিহ্'তে উভয় আপত্তির বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহা এই যে, দুইশত পৃষ্ঠার কেতাবে যদি দুই চারিটি এমন বাক্য থাকে যাহা অন্যের রচনায় বা কবিতায়ও পাওয়া যায়, তবে ইহাতে দোষ কি ঘটে? যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী ফসিহ্ বলিগ আরবী লিখিতে পারেন, অন্যের পুস্তক হইতে দুই চারিটী বাক্য নকল করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? ইহা তো ভাব বিন্যাসে বাক্যের এক প্রকার অজ্ঞাতসারে সামঞ্জস্য হওয়া মাত্র, যাহা বালীগ লিখক, 'বুলাগা-গণের' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ সমূহে প্রায়ই পাওয়া যায়। হযরত আকদাস এই প্রকার সামঞ্জস্যের কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করেন।" ২

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে হযরত আকদাস 'খোদার কালাম' এবং হাদিস্থন্-নফ্স' বা শয়তানী ভাবোদ্রেকের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশার্থে একটি অতিশয় সূক্ষ্ম গবেষণা কতিপয় পৃষ্ঠা ব্যাপী লিপিবদ্ধ করেন। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ লেখার ভয়ে সেই অতি সূক্ষ্ম ও পরম উপাদেয় বিষয়ের আলোচনা হইতে আমরা এখানে নিবৃত্ত রহিলাম। পাঠকগণ, 'নযুযুল্ মসিহ্' ৮৫ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করুন।

(ক্রমশঃ)

---

(১) 'নযুলুলমসিহ্' দেখুন।

(২) বিস্তৃত বিবরণের জন্য নযুলুল-মসিহ্ পড়ুন।

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

বৈষয়িক উন্নতি বিবেকের মৃত্যু ঠেকাতে পারেনি ঃ

৪ঠা এপ্রিল (১৯৬৮) আমেরিকার মেমফিস সহরে জনৈক শেতাঙ্গ শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ মার্টিন লুথার কিংকে গুলি করে হত্যা করেছে। ডঃ কিংয়ের অপরাধ মার্কিন মুলুকে অবহেলিত অত্যাচারিত নিগ্রোদের দাবী দাওয়া বিশেষ করে নাগরিক অধিকার আদায়ের জন্যে অহিংস নীতিতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। যিনি অহিংস নীতির বাহক ছিলেন তাঁকে শেতাঙ্গ হিংস্রতার চরম শিকারে পরিণত হতে হলো এবং তা ঘটলো বর্তমান সভ্যতার বাহক মার্কিন দেশে। ডঃ কিংয়ের হত্যাকে উপলক্ষ্য করে ঐ দেশের বিভিন্ন স্থানে হিংসার দাবানল জ্বলে ওঠেছে। এই সর্বনাশা দাবানলে অনেকের জানই যে দিতে হচ্ছে তাই নয় দেশের সম্ব-সম্পত্তিরও প্রভুত ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

এ সবের হিসাব নিকাশে আমরা যাচ্ছি না। ডঃ কিংয়ের জঘণ্য হত্যার মাধ্যমে তথাকথিত মার্কিণী সভ্যতার যে নগ্ন চিত্রটি দুনিয়ার সামনে ফুটে ওঠেছে সে সম্বন্ধেই খানিকটা বিবেচনা করব।

প্রথমতঃ যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয় তা হলো চরম বৈষয়িক উন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার মার্কিন শেতাঙ্গদের হৃদয়ে মানবতা বোধ না জাগিয়ে বরং তাদেরকে দানবতার দিকেই এগিয়ে নিচ্ছে। যারা নিজেদের দেশবাসিকে শুধু রং কালো বলে মানব অধিকার হতে বঞ্চিত করছে অন্য দেশে এসে গণতন্ত্রের বাণী শুনালে তাদের মুনাফেক মনেরই পরিচয় বহন করে। সুতরাং এই ব্যাপারে সবারই সাবধান থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ ঐ দেশের বহু মিশনারী (তাদের অধিকাংশই শেতাঙ্গ) দুনিয়ার আনাচে-কানাচে গিয়ে যীশুখৃষ্টের প্রেমের বাণী শুনান। একগালে চড় দিলে অন্যগাল পেতে দিতে বলেন—জানিনা তারা এখন শেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কিছু না বলে মিসেস কিংকেই খৃষ্টের শিক্ষা আমল করতে বলবেন কিনা। কারণ দুষ্টের দমনের চেয়ে শিষ্টের অত্যাচারিত হওয়ার মধ্যেই খৃষ্টীয় প্রেমের পরম সার্থকতা। তারা হয়ত মিসেস কিংকেই উপদেশ দিবেন যেন তিনি হত্যাকারীকে ডেকে এনে তার সন্তানদের বা তাকেই হত্যা করার আহ্বান জানান।

তৃতীয়তঃ সূর্য অস্ত গেলে সন্ধ্যা নেমে আসে। রাতেই দুনিয়াতে অন্ধকারের বিস্তার ঘটে! রাতের সেই তিমির অন্ধকারকেও যারা বৈদ্যুতিক আলোর পরশ দিয়ে জৌলুস করে তুলে তাদের জীবনেও দাংগা-হাঙ্গামাকে উপলক্ষ করে দিনদুপুরে ঘনঘন সান্ধ্য আইনের আগমন মার্কিনী সভ্যতার সূর্যাস্তের ইংগিতই হয়ত বহন করছে। ডঃ কিংয়ের হত্যা শুধু তাঁর মৃত্যুতেই শেষ হবে বলে মনে হয় না। এই হত্যা আমেরিকান সভ্যতাকে এবং খৃষ্টের একগালে চড় দিলে অন্যগাল এগিয়ে দেওয়ার শিক্ষাকে হত্যা করলো।

বৈষয়িক ব্যাপারে যতই জ্ঞান থাকুক না কেন নৈতিক দিক দিয়ে যে আমেরিকানরা অন্ধকারের অতল তলে ডুবে যাচ্ছে তা ডঃ কিংয়ের হত্যার পর আর চাপা দিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এদের বিবেকের মৃত্যুকে আর কিছুতেই

কথা যাচ্ছে না। বস্তুতঃ বিবেকের মৃত্যুই জাতি বা সভ্যতার মৃত্যু ডেকে আনে।

জাগতিক ঔষধপত্র বা বিধি-বিধান দ্বারা এই মৃত্যুকে ঠেকান যায় না। নবীর আগমন ও তাঁর আদর্শের পরশেই মৃত্যুমুখীন বিবেক আবার সন্‌জীবনী সুধার সন্ধান পায়। এই জামানাতেও বিবেককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে গ্রহণ করাই একমাত্র পথ। আমেরিকাবাসিকে আমরা এই পথে আসারই আহ্বান জানাচ্ছি। একমাত্র এই পথেই রয়েছে তাদের জন্য বর্ণবৈষম্যের হিংস্রতা হতে দেশকে রক্ষা করার প্রশস্ত উপায়। এই পথেই রয়েছে প্রাচুর্যের মধ্যে দীনতা ও হীনতা হতে রক্ষা পাওয়ার পথ।

'জাল্লিন' বনাম 'দাল্লিন'

ইদানিং দৈনিক আজাদ পত্রিকায় সংবাদদাতা প্রেরিত একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি নিম্নরূপ ঃ

"সম্প্রতি সিলেট জেলার কতিপয় গ্রামাঞ্চলের একই মতাদর্শের আলেমগণের মধ্যে সুরা ফাতেহার শেষ শব্দের আরবী হরফ "জুয়াদ"-এর উচ্চারণ লইয়া দীর্ঘকালের পুরাতন মতভেদ আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, তাঁহাদের একদল আলেম উহাকে 'জাল্লিন' এবং অপর দল 'দাল্লিন' পাঠ করিতে স্ব স্ব অনুরাগিগণকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে এরূপ ফতোয়াও দিয়েছেন যে, তাহাদের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া নামাজ আদায় করিলে তাহা অশুদ্ধ হইয়া যাইবে।

জেলার বালাগন্‌জ ও বিশ্বনাথ থানা এলাকার কোন কোন পল্লী অঞ্চলে আলেমগণের মধ্যে এই বিরোধ চরমে পৌঁছিয়াছে বলিয়া এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে।"

কোন ভাষাতে কোন অক্ষর বা শব্দের উচ্চারণ একাধিক হতে পারে। বাংলা ভাষাতেও এরূপ আছে। 'মহাত্মা' শব্দটির উচ্চারণে কেউ শেষে 'তা'র উপর জোর দিয়ে থাকে। কেউবা তা না করে শেষে 'মা' বলে থাকেন। ইংরেজী 'often' শব্দটির উচ্চারণেও বিভিন্নতা দেখা যায়। এসব মতদ্বৈধতা নিয়ে ঝগড়া ফসাদ চরমে ওঠেছে বলে কখনও শুনা যায়নি। কিন্তু আলেমদের বেলায় এমনটি কেন হয় তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। বিশেষ করে হযরত রসুল মকবুল (সাঃ) উম্মতের মধ্যে মতদ্বৈধতাকে নেয়ামত বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত (সাঃ)-এর আর একটি কথা স্মরণ করলেই আলেমদের বর্তমান অবস্থা হৃদয়ংগম করতে বেগ পেতে হয় না। তিনি বলেছেন এমন জামানা আসবে যখন তথাকথিত আলেমগণ পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। 'জাল্লিন' ও 'দাল্লিন' দলের চরম ঝগড়ার মাধ্যমে রসুল কর্তৃক উপরে আলেমদের যে স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে এরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। যদি ঐসব আলেমগণ তাদের প্রতিচ্ছবি হৃয়ংগম করতে পারতেন!

★

॥ মৌলবী আলী আকবর (রহঃ) স্মরণে ॥

শহীদুর রহমান

সদর মুরুব্বী মৌলবী মুহাম্মাদ আলী আকবর সাহেব আর ইহজগতে নাই। বিগত ২রা অক্টোবর বুধবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

কোরআন শরীফের উপরোক্ত আয়েত আমাদিগকে এই শিক্ষাই দেয় যে, সকল মানবই আল্লাহ্‌তালার নিকট হইতে আসিয়াছে এবং সকলেই তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। তবু এই পৃথিবীতে সময় সময় এ রকম মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় যাহারা ধর্মের ও মানবতার সেবায় যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করেন, এবং ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আত্মত্যাগ ভবিষ্যত বংশধরদের যুগ যুগ ধরিয়া অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। মৌলবী মোহাম্মাদ আলী আকবর সাহেবের জীবনী আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, তিনি তাঁহার যথাসর্বস্ব ইসলাম ও আহমদীয়তের খেদমতে অকাতরে বিলাইয়া দিয়াছেন যাহা অন্যদের জন্য অনুকরনীয়। তাই সংক্ষেপে এখানে আমরা মরহুমের কর্ম-বহুল জীবনের দু'একটি দিক আলোচনা করিব—যাহা সমস্ত আহমদী বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের আহমদীদের যুগ যুগ ধরিয়া অনুপ্রাণিত করিবে।

জন্ম ও শিক্ষা

মৌলবী মোহাম্মাদ আলী আকবর সাহেব নোয়াখালী জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লী আহমদপুরে প্রায় ৫৮ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। সেইদিন কে জানিত যে, এই আহমদপুরই একদিন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর গোলাম হযরত আহমদের শিষ্যদের দ্বারা ইতিহাস সৃষ্টি করিবে। মরহুম মৌলবী সাহেব বাল্যকালে মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। ছোটবেলায়ই তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে কার্যোপলক্ষে বার্মায় যান। সেখানেই তিনি সর্বপ্রথম আহমদীয়তের সংস্পর্শে আসেন এবং ইহার সত্যতায় মুগ্ধ হইয়া মাত্র বার বৎসর বয়সে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলাম কবুল করেন। বয়েত করার অব্যবহিত পর হইতেই মোখালেফাতের প্রবল ঝড় তাঁহার উপর দিয়া বহিতে থাকে। কিন্তু তিনি প্রত্যেক বিপদই ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত মোকাবেলা করেন এবং আল্লাহ্‌র রহমতে সেইগুলি অতিক্রম করেন।

কলিকাতায় তবলিগি প্রচেষ্টা

দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি কলিকাতায় যান এবং সেখানে ডকইয়ার্ডে চাকুরী গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিনি এক মেসে থাকিতেন। তাঁহার তবলীগের ফলে সেই মেসে একই সময়ে ৭ জন বয়েত করিয়া আহমদীয়া জমাতে দাখিল হন। ইহাতে বিরুদ্ধবাদীগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং তাঁহার তবলীগি প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু মৌলবী সাহেবের যুক্তি ও চারিত্রিক মাধুর্যের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারায় এইবার তাহারা এক হীন ও জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে। বিরুদ্ধবাদীদের এক বিরাট দল একদিন মারাত্মক অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পথের মধ্যে মৌলবী সাহেবকে আক্রমণ করে এবং নিষ্ঠুরভাবে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছুরিকাঘাত করে। ফলে গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি হাসপাতালে নীত হন। দুশমনরা মনে করিয়াছিল যে, মৌলবী সাহেবকে হত্যা করিয়া আহমদীয়তকে মিটাইয়া দিবে। কিন্তু আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার নবীর সত্যতাকে প্রমাণ করিবার জন্য অলৌকিকভাবে তাঁহাকে আরোগ্য দান করেন।

আলহামদুলিল্লাহ। শীঘ্র শীঘ্র মৌলবী সাহেব সারিয়া উঠেন এবং পূর্ব হইতে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আহমদীয়ত তথা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

স্বীয় গ্রামে বিরোধিতার সম্মুখে

মরহুমের জীবনের আর একটি ঘটনা যাহা ঈমানকে তাজা করে এখানে উল্লেখ করিতেছি। মৌলবী সাহেব তখন নিজ গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি গ্রামবাসীকে সত্যের দাওয়াত পেশ করিতে থাকেন এবং তাঁহার তবলীগের ফলে গ্রামবাসীগণ ক্রমশঃ আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ইহাতে স্থানীয় আলেমগণের গাত্রদাহ শুরু হয়। তাহারা সরলপ্রাণ জনসাধারণকে আহমদীয়া জমাত ও ইহার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিয়া উত্তেজিত করিতেছিল। ইহারই ফলে একদা রাত্রের অন্ধকারে এক বিরাট জনতা মৌলবী সাহেবের বাড়ীতে হামলা চালায়। সেই সময়ে মৌলবী সাহেবের বহিরাগত কয়েকজন মেহমানও অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কি করিয়া মেহমানদিগকে রক্ষা করা যায় সেই নিয়া ব্যস্ত। উত্তেজিত জনতা ক্রমশ: তাঁহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বাটিস্থ সকলেই দোয়া করিতে লাগিলেন এবং মোকাবেলা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহ্তালার কি শান যে, বিরুদ্ধবাদীদের যে আলেম সর্বাপেক্ষা বেশী আহমদীয়া জমাত ও ইহার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করিয়াছিল, সেইব্যক্তি হঠাৎ বাড়ীর সম্মুখে এক গর্তের মধ্যে পড়িয়া যায়। সাথে সাথেই উত্তেজিত জনতা তাহাকে আহমদী মনে করিয়া বেদম প্রহার করিতে থাকে। ঐ ব্যক্তি যতই বলে যে, সে আহমদী নহে, জনতা আরও বেশী করিয়া তাহাকে মারিতে থাকে। এই ঘটনা আল্লাহ্তালার অস্তিত্বের জলন্ত সাক্ষ্য ও আহমদীয়াতের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের ঈমানকে তাজা করিতে থাকিবে।

বিবাহ-শাদীর দায়িত্বে

মৌলবী সাহেব সেলসেলার মুরুব্বী হিসাবে নোয়াখালী জেলায় তবলীগের দায়িত্ব পালন করিতে-ছিলেন। দুইমাস পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে রিস্তানাতার (বিবাহ শাদীর) কাজে তাঁহাকে বিশেষভাবে নিয়োগ করা হয়। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জমাতে মাস খানিক কাজ করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কয়েকটি বিবাহকার্য সমাধা করেন (আলহামদুলিল্লাহ্)। এর পর তিনি ঢাকায় আগমন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন। রিস্তানাতার কার্য্যোপলক্ষে তিনি স্বল্প সময়ের জন্য চট্টগ্রামও সফর করেন এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে রিস্তানাতার ব্যাপারে খাকছারেরও মৌলবী সাহেবের সহিত কাজ করার সুযোগ হইয়াছিল। রিস্তানাতার কার্য্যে নিয়োগের পর হইতে মৌলবী সাহেব ইহাকে যেন নিজের প্রাণাপেক্ষাও বেশী প্রিয় জ্ঞান করিতেন এইং সর্বক্ষণ এই চিন্তা নিয়া ব্যস্ত থাকিতেন যে, কি করিয়া ইহার একটা সুষ্ঠু সমাধান বাহির করা যায়। কখনও কখনও অধিক রাত্রি পর্যন্ত এই নিয়া আলোচনা চলিত এবং যখন কোন আলোচনা হইত তখন তাঁহাকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, "বিবাহশাদীর সমস্যা জমাতকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে এবং জমাতের উন্নতির পথে ইহা এক বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব, এই সমস্যার সমাধানে যদি আমার প্রাণ এবং শেষ রক্ত বিন্দুটুকু বিসর্জন দিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত।" এই ওয়াদা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর মধ্য দিয়া।

তাঁহার অসুস্থতা ও মৃত্যু

মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্বের কথা বলিতেছি। তখন তিনি এই কাজে এত বেশী মশগুল ছিলেন যে,

নিজের নাওয়া, খাওয়া, ঘুম ইত্যাদির দিকে কোনই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। সর্বদা দোয়া ও চিন্তায় বিভোর থাকিতেন কি করিয়া সত্বর তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা যায়। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনিয়মের দরুন তিনি ৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ২।১ বার রক্ত বমি করেন। পরদিন সকালবেলা বাধা দেওয়া সত্বেও শরীর অসুস্থ নিয়া বা-জামাত ফজরের নামাজ আদায় করেন। ইহাই তাঁহার শেষ বা-জামাত নামাজ। নামাজের পর পরই দুই বার বমি করেন এবং ইহাতে রক্তের পরিমাণ খুব বেশী ছিল এবং ইহার পর পায়খানায় যান। এরপর শরীর খুবই দুর্বল হইয়া যায় এবং ডাক্তারের পরামর্শনুযায়ী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেইদিন মোটামুটী অবস্থা ভাল যায়। রাত্রে খাদেমগণ তাঁহার শয্যাপার্শে থাকেন। অসুখের সংবাদ পাইয়া মৌলবী সাহেবের ১ম পক্ষের বড় ছেলে ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিবি রাত্রে ঢাকায় আসিয়া পৌঁছেন। পরদিন অর্থাৎ ২রা অক্টোবর সকালবেলা তাঁহার অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে মোড় নেয় এবং অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় মৌলবী সাহেব আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া আপন মৌলার সান্নিধ্যে গমন করেন (ইন্নালিল্লাহে...)। ... ...এইভাবে তিনি তাঁহার শেষ রক্তবিন্দুটুকু জামাতের খেদমতে বিলাইয়া দিয়া শাহাদতের মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্‌তালা এই সমস্ত পূণ্যাত্মাদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন: "যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মারা যান বা নিহত হন; তাহারা মৃত নয়; বরং তাহারাই জীবিত।"

তাঁহার দাফন কার্য

বৈকাল ৪টার দিকে খোদ্দামগণ মৌলবী সাহেবের লাশ হাসপাতাল হইতে দারুত তবলীগে নিয়া আসেন এবং সন্ধ্যার পর মৃতদেহের গোসল দেওয়া হয়। মৌলবী সাহেবের মৃত্যুর খবর সারা শহরের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়ে এবং মুসল্লীগণ আঞ্জুমনে সমবেত হইতে থাকেন।

রাত্রি ১০টার দিকে ঢাকার আমীর জনাব শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেবের ইমামতীতে জানাজা আদায় হয় এবং মৌলবী সাহেবের রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়া দোওয়া করা হয়। আমীর সাহেবের পরামর্শক্রমে মৃতদেহ একদিন রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যাহাতে মৌলবী সাহেবের আত্মীয় স্বজন যাহারা গ্রামের বাড়ীতে ও অন্যান্য জায়গায় আছেন তাহারা মৌলবী সাহেবের চেহারা শেষ বারের মত দেখার সুযোগ পায়; ইতিমধ্যে লাশ কিভাবে রাবওয়ায় (পশ্চিম পাকিস্তান) পাঠান যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং এক আহমদী বন্ধু জনাব শেখ আবদুল হামিদ সাহেবের সহৃদয়তায় (যিনি মৃতদেহ পাঠাইবার পূরা খরচ বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হন) পরদিন পি. আই. এ. বিমানযোগে ভ্রাতা চৌধুরী শরীফ আহমদী টীলন সাহেবের মারফত রাবওয়া পাঠান হয়। আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ্‌তালা এদের উভয়কে জাজায়ে খায়ের দিন (আমীন)!

রাবওয়া হইতে পরবর্তী খবরে জানা গিয়াছে যে, হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর নেতৃত্বে মৌলবী সাহেবের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং রাবওয়াস্থ পাকভূমি বেহেশতী মাকবেরায় ধর্মীয় কাজে অন্যান্য আত্মোৎসর্গ কারীদের কবরের পার্শে তাঁহার লাশ দাফন করা হয়।

আসুন ভাইসব, আমরা দোয়া করি আল্লাহ্‌তালা যেন তাঁহার রুহকে জান্নাতে উচ্চ হইতে উচ্চতর মাকামে স্থান দেন এবং তাঁহার আদর্শকে যেন আমরা আমাদের কার্য্যের মধ্য দিয়া চিরদিন জীবিত রাখিতে পারি সেই তৌফিক দেন (আমীন)। আল্লাহুম্মা সুম্মা আমীন।

★

সংবাদ

আমীর সাহেবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব তিন সপ্তাহ ব্যাপী উত্তর বঙ্গ সফর শেষে গত ১৭ই অক্টোবর ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

উত্তর বঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলেন যে, এ রকম বন্যা তিনি জীবনে দেখেন নাই, যাহার তুলনা নুহের যুগের বন্যার সহিতই হইতে পারে। তিনি হযরত মসীহ মাউদ (আ:)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সাম্প্রতিক বন্যা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার আর একটি জলন্ত প্রমাণ।

মৌলবী মোবারক আলী সাহেব অসুস্থ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ভূতপূর্ব আমীর জনাব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব হুপিং কাশিতে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব জানান। ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি বগুড়ায় নামিয়া ভূতপূর্ব আমীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

জবাব মোবারক আলী সাহেব সকল বন্ধুকে সালাম জানাইয়া দোয়ার আবেদন করিয়াছেন।

আমীর সাহেবের রাবওয়া গমণ

কেন্দ্রীয় মজলিশে আনসারুল্লাহ্‌র এজতেমায় যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব গত ২৩শে অক্টোবর, দুপুর ১১-৫৫ মিনিটে পি. আই. এ. বিমানযোগে লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিমান বন্দর ত্যাগ করেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন রংপুরের এডভোকেট জনাব বদরুদ্দিন আহমদ সাহেব ও ব্যারিষ্টার মুহম্মাদ শামসুর রহমান সাহেব।

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত এজতেমা ২৫, ২৬, ২৭শে অক্টোবর রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

রীলিফ কার্যে আহমদীয়া যুব সংঘ

ঢাকার আহমদীয়া যুবসংঘ দিনাজপুর-রংপুরের বন্যার্তদের জন্য সাহায্য লইয়া গত ১৯শে অক্টোবর ঢাকা ত্যাগ করেন। উক্ত দলের নেতৃত্ব দান করেন ঢাকা ময়মনসিংহ জিলার জিলা কায়েদ জনাব শহিদুর রহমান সাহেব, তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন সদর মুরব্বী জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও জনাব মৌলবী হেলালুদ্দিন আহমদ সাহেব।

বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য নগদ অর্থ ছাড়াও প্রয়োজনীয় ঔষধ ও কাপড় তাহারা সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

শুভ-বিবাহ

সরাইল নিবাসী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) জনাব মীর হাবীব আলী সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব মীর শওকত আলী (বি. এসসি. ইঞ্জি:) সাহেবের বিবাহ চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব আবদুর রহীম ইউনুস সাহেবের ২য়া কন্যা ফাতেমা সুলতানার সহিত গত ১২ই জুলাই ঢাকাস্থ দারুত তবলিগে ৯৫০০ টাকা দেনমোহরে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান ঢাকার আমীর জনাব শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব।

রাবওয়ায় বিশ্ব আহমদীয়া যুবসংঘের এজতেমা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সাফল্যজনক-ভাবে বিশ্ব আহমদীয়া যুব সংঘের এজতেমা ১৮, ১৯, ২০শে অক্টোবর রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে চট্টগ্রামের কায়েদ এজতেমায় যোগদান করেন।

বিশ্ব আহমদীয়া যুবসংঘের সভাপতি মীর্যা তাহের আহমদ সাহেব পূর্ব-পাকিস্তান হইতে মাত্র একজন এজতেমায় যোগদান করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বলিয়া খবরে প্রকাশ।

পরলোকে জনাব হাজী মোহাম্মাদ সৈয়দ আলী সাহেব

ময়মনসিংহ জিলার প্রবীন আহমদী বিশিষ্ট কর্মী জনাব হাজী মোহাম্মাদ সৈয়দ আলী গত ২২শে সেপ্টেম্বর ফজরের নামাজের সময় জামালপুরে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না···রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ষাট বৎসর। খবরে প্রকাশ তিনি বহুদিন হইতে গ্যাসটিক আলসারে ভুগিতেছিলেন।

তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান জীবিত আছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি। আল্লাহ্‌তালা মরহুমকে বেহেশতে অতি উচ্চস্থান দান করুন।

পঞ্চগড় বালিকা বিদ্যালয়ে গভর্ণর

দিনাজপুর রংপুরের বন্যার্তদের অবস্থা সরজমিনে তদারক করিবার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনেম খাঁ সাহেব উত্তরবঙ্গ সফর কালে থানা শহর পঞ্চগড় সফর করেন। মৌলিক গণতন্ত্র হল-এ (B.D. Hall) ভাষণ দেওয়ার পর প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি পঞ্চগড় বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে স্কুলের ছাত্রীরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানায়। মাণনীয় গভর্ণর তাঁহার সম্মুখস্থ এক ছাত্রীকে নামাজের জায়নামাজে দাঁড়াইয়া কি দোয়া পড়িতে হয় জিজ্ঞাসা করেন। ঐ ছাত্রী উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হইলে অন্যান্য ছাত্রীদেরও প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হইলে আহমদনগর নিবাসী দরবেশ আবদুস সালাম সাহেবের কন্যা দশমমানের ছাত্রী সামসুন নাহার উত্তর প্রদান করে। জনাব গভর্ণর ঐ দোয়ার অর্থ অন্যান্য ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিলে এবারও তাহারা উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয়; পরে সামসুন নাহারকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে সঠিক অর্থ করে; ইহাতে গভর্ণর সাহেব খুশী হইয়া তাঁহাকে ১৫৲ টাকা পুরস্কার দেন এবং অন্যান্য মেয়েরা কেন পারিল না বলিয়া তাহাদের নিন্দা করেন। অধিকন্তু সামসুন নাহার ছাড়া অন্যান্য মেয়েরা বেপর্দ্দায় ছিল এবং তাহারা হিন্দু মেয়েদের ন্যায় কপালে টিপ দিয়াছিল বলিয়া গভর্ণর অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বালিকা বিদ্যালয় ত্যাগ করার সময় গভর্ণর সাহেবের কাছে কয়েকজন ছাত্রী স্কুলের জন্য সাহায্য চাহিলে গভর্ণর ঊষ্মা প্রকাশ করিয়া বলেন, "তোমরা লেখাপড়া কর না, আবার কিসের সাহায্য?" গভর্ণরের সেক্রেটারীর পরামর্শে সামসুন নাহার সাহায্য চাহিলে, যাহারা পুস্তকাদি ক্রয় করিতে পারে নাই, তাহাদের সাহায্যের জন্য গভর্ণর স্কুলকে পাঁচশত টাকা প্রদান করেন এবং স্কুলের শিক্ষকদের সাবধান করিয়া দেন যেন তাহারা ঐ টাকার অপব্যবহার না করেন।

★

সহজ পদ্ধতিতে

কুরআন শিক্ষা

আহমদ সাদেক মাহমুদ

॥ সুরাহ্ আল-এখলাস ॥

o ب (বি) = সহিত o اسم (ইস্‌ম = নাম o الله اسم (ইস্‌মেল্লাহে) = আল্লাহর নাম o بإسم الله (বিইসমিল্লাহে) = আল্লাহ্‌র নামের সহিত (আরম্ভ করিতেছি)।

o الرحمان (র্‌-রাহমানে) = যিনি অযাচিত-ভাবে দানকারী, পরম দয়ালু.

o الـــرحيم (র্‌-রাহীমে) = চেষ্টা বা প্রার্থণার সুফলদাতা, বার বার দয়া প্রদর্শনকারী।

o قل (কুল্) = (আমরা প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক মুসলমানকে আদেশ দিতেছি,) 'তুমি (নিজেকে এবং অপর সকলকে) বল বা বলিতে থাক'

o هو (হুয়া)-র মূল অর্থ = সে. (বাক্যের প্রথমে আসায় ইহার অর্থ হইবে –) প্রকৃত কথা এই যে,

o الله (ল্লাহু) = আল্লাহ

o احد (আহাদ) = নিজ সত্বায় একক। الله (আল্লাহু) আল্লাহ। الصمد (স্‌-সামাদ) = সকলে যাহার মুখাপেক্ষী (এবং যিনি অন্য কাহারো মুখাপেক্ষীনহেন)

o لم يلد (লাম-ইয়ালেদ) না তিনি (কাহাকেও) জন্ম দিয়াছেন

o و (ওয়া) এবং لم يولد (লাম-ইউলাদ) = না তিনি (কাহারও দ্বারা) জাত

و لم يكن (ওয়া লাম ইয়াকুন) = এবং হয় নাই বা হইতে পারে না

o ل (লা') = জন্য o له (লাহু) = তাহার জন্য বা তাহার

o كفوا (কুফুওয়ান) = সমতুল্য o احد (আহাদ) কেহ

॥ সুরাহ আল-ফালাক ॥

(বিসমিল্লাহ্‌র অর্থ পূর্বে আসিয়া গিয়াছে)

o قل (কুল) = (হে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক মুসল-মান অপরাপর সকলকে) বল।

o اعوذ (আয়ুযু) = আমি আশ্রয় অন্বেষণ করি

ب (বি) নিকট বা সহিত

o رب (রাব্বে) = সৃজন ও পালন কর্তা, প্রভু

o الفلق (ল্‌-ফালাক) = সমস্ত সৃষ্টি, শেষ অন্ধকার চিরিয়া যে আলো উদ্ভাসিত হয়

o برب الفلق (বে রাব্বেল ফালাক) = সমস্ত সৃষ্টি বা প্রভাতী আলোর রাব্বের

o من (মিন) = হইতে o شر (শার্‌রে) = অনিষ্ট o ما (মা) – যাহা

o خلق (খালাকা) = তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন
o من شر ما خلق (মিন শাররে মা খালাক) = তাঁহার প্রত্যেক সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে (বাচিবার জন্য)
o من شر (মিন শাররে) = (ইহার অর্থ পূর্বে আসিয়া গিয়াছে)
o غاسق (গাসেকিন) = অন্ধকারে আচ্ছন্নকারী
o اذا (এযা) = যখন o وقب (ওয়াক্কাবা) উহা অন্ধকার বিস্তার করে

o আয়াতের পূর্ণ অর্থ—এবং অন্ধকারে আচ্ছন্নকারীর প্রত্যেক অনিষ্ট হইতে (রক্ষা লাভ করিবার জন্য) যখন উহা অন্ধকার বিস্তার করিয়া দেয়।

o ومن شر (ওয়া মিন শাররে) (ইহার অর্থ পূর্বে আসিয়া গিয়াছে)

o النفاثات (ন্‌নফ্‌ফাসাতে) = ফুৎকারকারীগণ
o فى (ফি) = মধ্যে
o العقد (ল্‌-উকাদে) গ্রন্থিগুলি
o আয়াতের পূর্ণ অর্থ—এবং সমস্ত এরূপ সত্ত্বার অনিষ্ট হইতে (বাচিবার জন্যও) যাহারা (পরস্পরের সম্বন্ধের) গ্রন্থির মধ্যে (সম্বন্ধকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে) ফুৎকার দিয়া থাকে।

o ومن شر = (উহার অর্থ পূর্বে আসিয়া গিয়াছে)
حاسد (হাসেদ) ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণকারী
o اذا (এযা) = যখন حسد (হাসাদা) = বিদ্বেষে মাতিয়া উঠে।

আয়াতের পূর্ণ অর্থ—এবং প্রত্যেক দীর্ঘ ও বিদ্বেষ পোষণকারীর অনিষ্ট হইতেও যখন সে ঈর্ষায় মাতিয়া উঠে।

আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া প্রণীত "একটি অবিস্মরণীয় নাম, হযরত সাহেব জাদা আবদুল লতিফ (রাঃ)" প্রবন্ধটীর এক অংশ গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় অপরাংশ হারাইয়া যাওয়ায় পরের সংখ্যায় ছাপান যায় নাই। লিখক উহা প্রণয়নে লিপ্ত আছেন। ইনশাআল্লাহ, শিঘ্রই প্রকাশিত হইবে। —সঃ আঃ

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লেখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,, ,,
১২।	ইসলামে খেলাফত	,, ,,

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·50
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8 00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*